দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ 31 JUL 2009
পৃষ্ঠা ২ কলাম ৬

পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঁচ হাজার আসন বাড়ানোর উদ্যোগ

॥ ইত্তেফাক রিপোর্ট ॥

উচ্চ শিক্ষায় সুযোগ বৃদ্ধির লক্ষ্যে দেশের পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে ৫ হাজার আসন বাড়ানোর উদ্যোগ নিচ্ছে সরকার। মেধাবী শিক্ষার্থীর উচ্চ শিক্ষার বিষয়টি নিশ্চিত করতে এ উদ্যোগ নেয়া হচ্ছে।

বৃহস্পতিবার শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদের সভাপতিত্বে দেশের পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যগণের সাথে স্নাতক প্রথম বর্ষে ভর্তি সম্পর্কিত এক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের চেয়ারম্যান অধ্যাপক নজরুল ইসলাম, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি ড. এ এস এম আরেফিন সিদ্দিকসহ সব বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসিরা উপস্থিত ছিলেন।

বৈঠকে জানানো হয়, এ বছর স্নাতক পর্যায়ে ভর্তির জন্য দেশের সরকারি-বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়, মেডিক্যাল কলেজ ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানে মোট ৪ লাখ ৩৭ হাজার ১৭১টি আসন রয়েছে। অন্যদিকে এবার এইচএসসি ও সমমানের পরীক্ষায় বিভিন্ন গ্রেডে মোট ৪ লাখ ৪২ হাজার ৩৮৯ জন পাস করেছে। আসন সংকট রয়েছে ৫ হাজার ২১৮টি। এ সংখ্যা বিবেচনায় আসন সংখ্যা বাড়ানো হবে। বৈঠকে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পদ্ধতি ও তারিখ নির্ধারণসহ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ (২য় পৃঃ ৪-এর কঃ দ্রঃ)

পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে

(প্রথম পৃঃ পর)

করা হয়। ভর্তি পদ্ধতি, ফি এবং ভর্তির সময় নির্ধারণ করার জন্য বিশ্ববিদ্যালয় পরিষদের ওপর দায়িত্ব দেয়া হয়।

বৈঠকের তথ্য অনুযায়ী, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় বাদে দেশের ২৯টি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম বর্ষে ৩৫ হাজার ৮৮৬টি আসন রয়েছে। এছাড়া সরকার অনুমোদিত ৫১টি বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম বর্ষে আসন ৬৪ হাজার ৬৩টি, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন ১৯৯টি অনার্স কলেজে প্রথম বর্ষে আসন ১ লাখ ৭৬ হাজার ৫টি, পাস কোর্সে ১ হাজার ৪৭৪টি কলেজে আসন ১ লাখ ৫৩ হাজার ৩৩৮টি, কলেজ অব লেদার টেকনোলজী ও কলেজ অব টেক্সটাইল টেকনোলজীতে ৪৫৫টি, সরকারি ১৭টি মেডিক্যাল কলেজে আসন ২ হাজার ৩১০টি, বেসরকারি ৪১টি মেডিক্যাল কলেজে আসন ৩ হাজার ৫৫টি, সরকারি-বেসরকারি ১৪টি ডেন্টাল কলেজে ৯১০টি এবং ১৬টি ইনস্টিটিউট অব হেলথ টেকনোলজিতে (বিএসসি) ১ হাজার ৬৫টি আসন রয়েছে।

বৈঠকশেষে শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ সাংবাদিকদের বলেন, প্রচলিত পদ্ধতিতে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি করা হবে। তবে এ বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয় পরিষদ সিদ্ধান্ত নেবে। তিনি বলেন, এ বছর এইচএসসি পাস সবাই স্নাতক প্রথম বর্ষে ভর্তি হতে পারবে। কোন আসন সমস্যা নেই। বেশ কিছু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান তাদের আসন সংখ্যা বৃদ্ধি করবে। দেশের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মান সমানভাবে উন্নত করা সম্ভব হয়নি উল্লেখ করে মন্ত্রী এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সবাইকে আন্তরিক প্রচেষ্টা চালানোর আহবান জানান। তিনি প্রতিষ্ঠান প্রধানদেরকে স্নাতক প্রথম বর্ষে ভর্তি পরীক্ষার সংখ্যা কমিয়ে আনা এবং ফি যথাসম্ভব কমিয়ে আনার পরামর্শ দেন। এ বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয় পরিষদ শীঘ্র সভা করে সিদ্ধান্ত নেবে বলে তিনি জানান। তিনি আরো বলেন, দেশে উচ্চ শিক্ষায় আসন সংকট নিয়ে টেলিভিশন চ্যানেলে যে তথ্য প্রচার করা হয়েছে তা সঠিক নয়। বৈঠক সূত্র জানায়, গত বছর দেশের বিভিন্ন কলেজে ২০ হাজারের অধিক আসন খালি ছিল। তাছাড়া অনার্সবিহীন হলেও বেশ কিছু শিক্ষার্থী নানা কারণে উচ্চ শিক্ষায় ভর্তি হতে পারে না বলে বৈঠকে জানানো হয়।